স্মার্ট বাংলাদেশ
Smart Bangladesh

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ম্যানচেষ্টারস্থ বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশনে 'মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন

বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশন, ম্যানচেষ্টার যথাযোগ্য মর্যাদায় 'মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪' পালন করেছে।

সহকারী হাই-কমিশন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার অনুষ্ঠান মূলত ০৪(চারটি) ধাপে পালন করেছেঃ প্রথম পর্বে ২১ ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে রাত ১২ ঘটিকায় বাংলাদেশের বাইরে নির্মিত (ওল্ডহ্যাম, ম্যানচেস্টার) প্রথম শহিদ মিনার-এ সহকারী হাই-কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন।

দ্বিতীয় পর্বে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে চ্যান্সারীতে শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা অর্ধনির্মিত করা হয়, এক মিনিট নীরবতা পালন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং শহীদ দিবসের তাৎপর্যের উপর বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় পর্বে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে চ্যান্সারী ভবনে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বৃটিশ নাগরিকদের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মদের শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে গীতি নাট্য, শিশুদের সংসদ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন ও শিশু-কিশোরদের সমন্বয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি উপর বিশেষ কুইজ, প্রশ্নত্তোর এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। চিত্রাঙ্কনসহ উক্ত আয়োজনে বৃহত্তর ম্যানচেষ্টার থেকে প্রায় শতাধিক শিশু-কিশোর স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহকারী হাই-কমিশনের কর্মকর্তাসহ সম্মানিত ব্রিটিশ-বাংলাদেশী নাগরিকগণ ও কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ ও বৃটিশ-বাংলাদেশী নাগরিকদের অংশগ্রহণে ভাষা আন্দোলনের উপর বিশেষ প্রাম্যণ্য চিত্র প্রদর্শন ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা এবং শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর তাৎপর্য উপস্থাপন করেন।

চতুর্থ পর্বে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সহকারী হাই-কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান ম্যানচেষ্টারস্থ লিডস-এ 'মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪' এর উপর আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় বৃটিশ-বাংলাদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং নির্বাচিত বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি তুলে ধরেন।

সহকারী হাই-কমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শাহাদাৎ বরণকারী সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সহকারী হাই-কমিশনার উল্লেখ করেন যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ধাপ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলার জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের একটি প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া; বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাই বাঙ্গালীর স্বাধীকার আন্দোলনকে বেগবান করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলার জনগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৫২ এর স্বাধীকারের চেতনায় উদ্ধৃত হয়ে ১৯৭১ এ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে, ফলশ্রুতিতে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়; বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, জনগণের জীবন মান বৃদ্ধি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আজ অত্যন্ত সম্মানের। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ একটি দায়িত্বশীল ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র এবং উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন পরিক্রমায় দেশ, ভাষা ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ আরো বেগবান হচ্ছে মর্মে সহকারী হাই-কমিশনার উল্লেখ করেন।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সহকারী হাই-কমিশন, ম্যানচেষ্টার তৃতীয়বারের মতো যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ এন্ড কেয়ার রিসার্চ (NIHR) এর সাথে যৌথ উদ্যোগে চ্যান্সারীতে একটি বুথ স্থাপন করেন এবং বৃটিশ বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যরা স্বেচ্ছায় উক্ত গবেষণামূলক কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন এবং নমুনা প্রদান করেছেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
ম্যানচেষ্টার

ASSISTANT HIGH COMMISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ★ MANCHESTER ★